সংবাদ

তারিখ ... 07 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের টার্গেট করে ফাঁদে ফেলছে জঙ্গিরা

শিক্ষামন্ত্রী

যশোর অফিস

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, মাদ্রাসাকে জঙ্গি তৈরির কারখানা বলা হতো। কিন্তু বাস্তবে প্রমাণ পাওয়া গেল যারা বোমা মারতে যায় তারা নামী-দামি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। জঙ্গিরা নামি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের টার্গেট করেছে। জঙ্গি কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এজন্য তারা নামী-দামি প্রতিষ্ঠানের উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানকে বাছাই করছে। কারণ তাদের একটু প্রশিক্ষণ দিলেই হামলা করতে পারে। এজন্য উচ্চবিত্ত-পরিবারের সন্তানদের টার্গেট করে ফাঁদে ফেলছে জঙ্গিরা। অনেক শিক্ষকও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছেন। এঁদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনারা শিক্ষার্থীদের দিকে নজর রাখুন। সন্দেহ হলে খোঁজখবর নিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসকে জানান।

গতকাল দুপুরে যশোর শিক্ষাবোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে 'শিক্ষার উন্নত পরিবেশ- জঙ্গিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের কঠোর সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ক্লাসে পড়াশুনা হয় না বলেই শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে যেতে হয়। তাই এ নিয়ে কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্য, কমিশন বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ছেন। এইসব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যশোর শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মজিদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় নুরুল ইসলাম নাহিদ আরও বলেন, ছেলেমেয়েরা শিক্ষকদের কথায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি। সেই উপলব্ধি থাকতে হবে। টাকা দিয়ে সম্মান কেনা যায় না। সম্মানের সেই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষকতা পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। দেশের জনগণের টাকায় আপনাদের বেতন হয়। সেই টাকা জায়েজ করতে হবে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ভালো করতে হবে আপনাদের। আপনাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির কথা বলা লাগবে না, দেশের মানুষই আপনাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানাবে। সেই পরিবেশ তৈরি করুন।

মতবিনিময় সভায় খুলনা বিভাগের ১০ জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।